রাজধর্ম

শান্তনু ভট্টাচার্য

জীবের বিপরীত জড়, তার সঙ্গে স্থি; অর্থাৎ স্থির। জড় বস্তুর মতো নিজেকে স্থির রেখে কর্তব্য করতে হবে। তাই জড়স্থি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও চাকরিসূত্রেই এই নাম আমি পেয়েছি। পিতৃদত্ত নাম ও পদবি আজ আর কাউকে বলা যাবে না। কর্তৃপক্ষের আদেশ- নিজের নাম সংক্রান্ত কোনো কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে ঠিক এটুকু কথাই বলে জড়স্থি।

জড়স্থি একটি অস্ত্রাগারের মূল ফটকের প্রধান পাহারাদার। নিজেকে নিরাপদ রাখতে যে অস্ত্রাগার নির্মাণ করেছে এক স্বাধীন রাষ্ট্র।

বেলা দ্বিপ্রহর থেকে ভোররাত অবধি জড়স্থি অস্ত্রাগার পাহারা দেয়। ওই সময় চোখের পাতাও সে গুনে ফেলে। ভোররাতের পর সে ঘুমোতে যায়। একমাত্র স্বাধীনতা দিবসে ছুটি পায় জড়স্থি। সেদিন ও বাড়ি যায়। বৃদ্ধ বাবা মাকে পরিচর্যা করে, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে, সন্তানদের আদর করে; পরিচিতদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নেয়।

কিন্তু অস্ত্রাগারের অভ্যন্তর সম্পর্কে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে জড়স্থি উত্তর দিতে পারে না। আসলে অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে তার প্রবেশাধিকার নেই। তার দায়িত্ব মূল ফটকের। বড় বড় গাড়ির মাথায় লাল আলো জ্বেলে তীব্র যুদ্ধকালীন শব্দ ছড়িয়ে কখনো কখনো সেনানায়করা আসেন। কিছুক্ষণ ভিতরে থাকেন তারা। তখন ভিতর থেকে ঝন ঝন, খট খট শব্দ আসে। বোঝা যায় সেনানায়করা অস্ত্র পরীক্ষা করছেন। কখনো কখনো বড় গাড়িতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় আঁটোসাঁটো মোড়কে ঢাকা বিভিন্ন মাপের বাক্স থাকে। বোঝা যায় এগুলো সব নতুন অস্ত্র। একইভাবে কখনো কখনো বাক্সবন্দী হয়ে কিছু কিছু অস্ত্র ব্যবহারের জন্য বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বোঝা যায়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঠিক কেউ কিছু বলেছে। তাকে থামানো হবে।

অবসরের দুদিন আগে এক সেনানায়ক তাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। এই প্রথম সে এত অস্ত্র কাছ থেকে দেখল– কি এদের রং; কোনোটা লম্বা, কোনোটা খুব ছোট, কোনোটা আবার বিরাট মাপের! যেমন কলকব্জা, তেমন সুইচ। এত দামি সব অস্ত্র এতদিন সে পাহারা দিয়ে এসেছে। গর্বে তার বুক শক্ত হয়ে এল।

বহু বছর আগে, যখন সবে সে চাকরিতে ঢুকেছে অনেকটা দূর থেকে একবার এই ঘরটা জড়স্থি দেখেছিল। তখন সবে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, প্রয়োজন মতো অস্ত্র বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। প্রথমবার এই ঘরে ঢুকে তার মনে হল সে যেন নতুন এক জগতে চলে এসেছে। একটু একটু ভয় করছিল ওর। ঠিক সে-সময় সেনানায়ক তাকে বললেন, অবসরের আগে তোমার একটা ছবি তুলে রাখা হবে।

এ কথা শুনে ভয় কেটে গিয়ে গর্বে জড়স্থির বুক পুনরায় শক্ত হয়ে এল। সেনানায়কের নির্দেশে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে। সামান্য দূরত্বে বিভিন্ন মর্যাদার আরও কয়েকজন সেনানায়ক তার দিকেই দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে।

একটা ছোট ফোটো তোলার যন্ত্র, সামনে লেন্সের মতো সরু একটা নল বেরিয়ে আছে, যেটাকে ওর মুখের দিকে নির্দেশ করে স্থির করা হল। ছবি-যন্ত্রের পিছনে দ্বিতীয় আর একজন সেনানায়ক। প্রথম সেনানায়কের নির্দেশ পাওয়া মাত্র দ্বিতীয় সেনানায়ক ছবি-যন্ত্রের সুইচে হাত ছোঁয়ালেন। ভগ্নাংশ সময়ের জন্য জ্বলে উঠল একটা অতি উজ্জ্বল লাল আলো। উল্টোদিকে জড়স্থির শরীরটা ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। উর্দির বোতাম খুলে দেখা গেল, বুকের যে জায়গায় হৃদপিন্ড থাকে সেখানে ফুটে উঠেছে একটা ছোট লাল বিন্দু।

প্রথম সেনানায়ক বললেন, রক্তপাত নিয়ে বার বার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাষ্ট্রকে; তাই এই অস্ত্র তৈরির সময় এটাই মাথায় রাখা হয়েছিল, যার ওপর এটা ব্যবহার করা হবে তার শরীর থেকে এক ফোটা রক্ত বাইরে আসবে না। আমাদের এই অস্ত্রে প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়োগ উপযুক্ত ব্যক্তির ওপরই হয়েছে এবং তা সফল হয়েছে।

দ্বিতীয় সেনানায়ক বললেন, জড়স্থির সারাজীবনের রাজধর্ম পালনকে আজ আমরা স্বীকৃতি জানালাম। রাষ্ট্রের নিয়ম মেনে এবার আমরা দু মিনিট নীরবতা পালন করব।

সারিবদ্ধ সেনানায়করা একত্রে মাথা নীচু করলেন।